নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

প্রথম খণ্ড

মাওলানা তানজীল আরেফীন আদনান

সম্পাদনা

মাওলানা উসমান হামেদ

উস্তায, মারকাযুল কুরআন ঢাকা
তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা, মারকাযুদ
দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা

উমেদ
প্রকাশ
তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

লেখকের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে তাঁর বান্দা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন; আর আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন এমন এক দ্বীন, যা বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত।

শরীয়তের মৌলিক অংশ, হালাল-হারাম সুস্পষ্ট। গুনাহ-নেকীও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। তবে শরীয়তে এমন কিছু বিষয়ও আছে, যেগুলো পূর্বের বিষয়গুলোর মতো সুস্পষ্ট নয়। শয়তান ও প্রবৃত্তি আমাদের সামনে বিষয়গুলোকে নেক সুরতে পেশ করে থাকে। এতে আমাদের অনেকেই ধোঁকায় পড়ে সে সকল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি বুঝতেই পারেন না যে, এটি মূলত গুনাহের কাজ। কাজটি করার সময় শয়তান ধোঁকা দেয়—এটা করলে কিচ্ছু হবে না, এটা তো গুনাহের কাজ না। অথচ পরে দেখা যায়, এটাই ছিল বড় গুনাহের প্রবেশদ্বার। তাই এসব বিষয় জানা আমাদের জন্য জরুরি।

শয়তানের ধোঁকা বিষয়ে এ বইটি আমাদের প্রাথমিক কাজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাওফীক হলে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আরও কিছু কাজ করার ইচ্ছা আছে। এ অংশে বেশকিছু বিষয়ে শয়তানের ধোঁকা কেমন হতে পারে তা আমরা বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কিছু সাধারণ গুনাহের বিবরণও বইতে উল্লেখিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ যুগে প্রচলিত কিছু গুনাহের কথাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকা শয়তানের ধোঁকাগুলো বইটিতে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি, যেন আমি ও আমার পাঠক, শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচা ও সীরাতে মুসতাকীমের ওপর অটল-অবিচল থাকার ক্ষেত্রে, যুগের পর যুগ বইটি থেকে উপকৃত হতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ও আমার পাঠককে বইটি থেকে উপকৃত

হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কাজটি বেশ লম্বা সময় ধরে করা হয়েছে। একাধিকবার এতে সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর পুরো বইটি আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করেছেন তিনজন আহলে ইলম। সর্বপ্রথম দেখেছেন মাওলানা উসমান হামেদ সাহেব, এরপর মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ সাহেব। সর্বশেষ বেশ সময় নিয়ে একাধিকবার দেখেছেন শায়খ ইউসুফ ওবায়দী। হাফিযাহুমুল্লাহ। তাদের সম্পাদনার কারণে বইটির মান বেড়েছে আরও কয়েকগুণে। আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুন।

শেষ কথা

একজন লেখকের কিছু কাজ থাকে খুব প্রিয়, যেটা সে অনেক স্বপ্ন নিয়ে করে। এ বইটি তেমনই একটি কাজ। তাই বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে আমি চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করিনি। এ লক্ষ্যেই বারবার বইটি সম্পাদনা করা হয়েছে। তবে মানুষ বলে কথা, তাই ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আহলে ইলমদের চোখে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর সবিশেষ অনুরোধ রইল, ইনশাআল্লাহ আমরা সেটা সংশোধন করে নেব।

বইটি লেখার পেছনে বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন উমেদ প্রকাশের কর্ণধার আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ হোসাইন ভাই। আল্লাহ তাকে কবুল করুন, শীঘ্রই হারামাইন শরীফাইন যিয়ারতের তাওফীক দান করুন। এ বইটির পেছনে যারাই শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুন।

তানজীল আরেফীন আদনান
৫ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরী
ঢাকা, বাংলাদেশ।

আমলকেন্দ্রিক ধোঁকা

নামাজ আদায়কারীকে জামাতের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

ঈমানের পরে নামাজ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল। শরীয়ত যেমন গুরুত্বের সাথে নামাজের ফযীলত ও আহাম্মিয়াতের বিষয় তুলে ধরেছে, ঠিক তেমনই খুবই গুরুত্ব সহকারে নামাজ ত্যাগ করার ভয়াবহতা ও পরিণতির কথাও তুলে ধরেছে। একাধিক হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, নামাজ হচ্ছে ঈমানের পরিচায়ক।[৫৪] কিন্তু শয়তান বান্দাকে নামাজের ব্যাপারে কঠোর ধোঁকায় ফেলে দেয়। প্রথমে তাকে জামাতে নামাজ পড়া থেকে গাফেল করে দেয়। জামাতের গুরুত্ব অন্তর থেকে উঠিয়ে দেয়। সামান্য মাথাব্যথা বা একটু কোমরব্যথার কারণে সে জামাতে উপস্থিত হয় না। অথচ এ-জাতীয় বিষয় কোনোভাবেই শরয়ী ওজর হিসেবে গণ্য হতে পারে না। শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়—আরে, অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে না যাওয়ার অনুমতি আছে, সবসময় তো মসজিদেই নামাজ পড়ি, আজ নাহয় বাসায় নামাজ পড়লাম। অথচ দেখা যাবে এই মাথাব্যথা আর কোমরব্যথা নিয়ে দিব্যি বাজারে, মার্কেটে ঘোরাঘুরি করছে। বন্ধুর সাথে দেখা করতে মসজিদের পাশ দিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু মসজিদে ঢুকে দশ-বিশ মিনিট ব্যয় করে নামাজ পড়া যেন তার ভাগ্যে জোটে না। এমন করতে করতে একপর্যায়ে বিনা কারণেই তার থেকে নামাজ ছুটে যাওয়া শুরু হয়।

জামাতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

৫৪. দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০

সুন্নাত ও বিতর নামাজ আদায়ে শয়তানের ধোঁকা

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মোট ১২ রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাজ রয়েছে। হাদীসের মধ্যে এর গুরুত্ব ও ফযীলতের কথা একাধিকবার এসেছে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

‘যে ব্যক্তি দিবারাত্র ১২ রাকাত (সুন্নাতে মুআক্কাদা) আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে রাখেন। চার রাকাত যোহরের ফরজ নামাজের পূর্বে এবং দু-রাকাত যোহরের ফরজ নামাজের পরে, দু-রাকাত মাগরিবের ফরজ নামাজের পরে, দু-রাকাত এশার ফরজ নামাজের পরে এবং দু-রাকাত ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে।’[৬৪]

কিন্তু এসব সুন্নাত নামাজ আদায়ে অনেকেই গাফলতি করেন। শয়তান অনেক নেককার বান্দাকে নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে নামাজের আগে-পরের সুন্নাত নামাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

কোনো কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি, আলেম বা লেখক কিতাব পড়া বা পড়ানো, কিতাব লেখা ইত্যাদির অজুহাতে সুন্নাত পড়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করেন। আবার অনেক সাধারণ লোক দুনিয়াবি কাজের ব্যস্ততায় সুন্নাত ছেড়ে দেন। তারা ভাবেন, এটা তো সুন্নাত নামাজ, আজ নাহয় না-ই পড়লাম। বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, নামাজের ঠিক আগমুহূর্তে কাজে প্রচুর মনোযোগ চলে আসে। তখন কাজ ফেলে উঠতেই ইচ্ছে হয় না। এটা নিঃসন্দেহে শয়তানের ধোঁকা। সে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, এই

৬৪. জামে’ তিরমিযী, ৪১৪, সহীহ; সুনানুন নাসায়ী, হাদীস নং ১৭৯৫, সহীহ

নামাজে পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

নামাজ হলো আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন। আল্লাহ তাআলাকে একান্তে পাওয়ার অন্যতম উপায়ও এই নামাজ। তাই নামাজের গুরুত্ব বান্দার জীবনে অপরিসীম।

আমরা দুনিয়াবি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো যেমন গুরুত্বের সাথেই করি, নামাজের ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। অথচ বাস্তবে হয় এর উল্টো। দুনিয়ার সব জায়গাতেই সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করলেও নামাজের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা উত্তম পোশাক নির্বাচনের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দিই না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

> ‘হে বনী আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো।’[১০০]

এখানে সুন্দর পোশাক বলতে দামি পোশাক বোঝানো হয়নি, উত্তম পোশাক বোঝানো হয়েছে। পোশাক কমদামি হোক, কিন্তু সেটাই যেন হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পোশাক তালিযুক্ত হোক, কিন্তু সেটা যেন হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেশের রাষ্ট্রপতি যদি তার দরবারে দাওয়াত দেন, তখন কেমন পোশাক পরিধান করা হবে? তাহলে সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর জন্য পোশাক কেমন হওয়া চাই?

ইবনু উমর রাযি. একবার তাঁর গোলাম নাফেকে কাঁধে কোনো কাপড় না দিয়েই সালাত আদায় করতে দেখে বলেছিলেন, ‘তুমি কি মানুষের সামনে বের হলে

১০০. সূরা আরাফ, (৭) : ৩১

সাধারণ লোকদের শয়তানের ধোঁকা

দ্বীনী ইলমহীন সাধারণ লোকের জন্য শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা তুলনামূলক একটু কঠিন। কারণ, শয়তানের ধোঁকা ও শয়তানের বহুমুখী চরিত্র বোঝার মতো পর্যাপ্ত ইলম তাদের কাছে থাকে না।

শয়তান তাদের অনেককেই ধোঁকা দিয়ে জরুরি ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখে। দুনিয়াবি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত করে দেয়। অথচ প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। সে এখন নামাজ পড়বে, নামাজ-সংক্রান্ত যাবতীয় ইলম শেখা তার জন্য ফরজ। নামাজ যেমন ফরজ, এর ইলম অর্জন করা তেমনই ফরজ। অথচ ব্যস্ততার অজুহাতে এই ইলম অর্জন না করতে পারার কারণে অসংখ্য লোকের সারা জীবনের নামাজই বাতিল হয়ে যায়। অসংখ্য লোক এমন রয়েছে, যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধ হয়ে গেলেও এখনো নামাজ সহীহ হওয়ার মতো কমপক্ষে পাঁচটি ছোট সূরা সে বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে না, তাশাহুদ পারে না। কখন কী পড়তে হয় সেটাও জানে না। নামাজে মাসবুক হলে কী করণীয় সেটাও জানে না। কী কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়, নামাজ ভেঙে যায় বা নামাজ মাকরুহ হয়—সেসবের কিছুই জানে না। সে মনে করে মসজিদে এসে অন্যদের দেখে কোনো রকম নামাজ আদায় করলেই হয়ে যাবে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে, দুনিয়াবি বিভিন্ন বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান রয়েছে বা মানুষ তাকে বেশ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোক হিসেবেই চেনে; কিন্তু শরীয়তের আবশ্যকীয় ইলমের ক্ষেত্রে সে একেবারেই অজ্ঞ।

শুধু নামাজই না, বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই সেই কাজ-সংক্রান্ত জরুরি ইলম অর্জন করা ফরজ। আজকালকার বিয়ে-শাদীতে কতটুকু দ্বীন মানা হয়, সুন্নাহর অনুসরণ কতটুকু করা হয় তা তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে কী পরিমাণ ধোঁকা দেয়া হচ্ছে, দ্বীনের হুকুমের উল্টো

উলামায়ে কেরামকে শয়তানের ধোঁকা

শয়তান সাধারণত উলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দিতে পারে না। কারণ, তাদের কাছে কুরআন-হাদীসের ইলম রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি একবার ধোঁকায় পড়ে যায়, তাহলে তার গোমরাহীর পরিমাণও অনেক মারাত্মক হয়। সাধারণ একটি রিকশা বা সাইকেল দুর্ঘটনায় পড়লে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না; কিন্তু বিমান বা বড় জাহাজ যদি দুর্ঘটনায় পড়ে, তাহলে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

সদ্য ফারেগ উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ হতাশায় ভোগেন। আর এই হতাশা তার ভেতরে বহুদিন আগ থেকেই ছিল। আলেম হয়ে আর কত টাকা কামাতে পারব? কোনো সরকারি চাকরি তো করতে পারব না। বংশের সবাই উচ্চশিক্ষিত, আমিই কেবল মাদরাসার হুজুর হলাম, সবার সাথে তো আমি মিশতেও পারব না ইত্যাদি নানা হতাশায় তারা ভোগেন। এটা মূলত শয়তানের মারাত্মক একটি ধোঁকা। একজন আলেমের এটা জানা থাকা উচিত, দুনিয়ার কেউই যদি তাকে দাম না দেয়, দুনিয়ার কোথাও যদি সে সম্মান না পায়, তবুও আল্লাহ তাআলার কাছে তার দাম সবচেয়ে বেশি।

বিখ্যাত তাবিয়ী কাসীর ইবনু কায়েস রহ. বলেন,

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ: إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي، أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ، قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ

ফতওয়া প্রদানকারীদেরকে শয়তানের ধোঁকা

ইমাম নববী রহ.-এর ভাষায় ফতওয়া প্রদানকারী হলেন ফিকহের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস এবং তিনি একটি ফরজে কিফায়া দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ।

সুতরাং ফতওয়া প্রদানকারীর জন্য আবশ্যক হলো ফতওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা। ফতওয়া কোনো ব্যক্তিগত আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয় যে, আবেগের বশীভূত হয়ে তিনি কোনো মুবাহ কাজকে হারাম বলে দেবেন, অথবা মাকরুহ কাজকে হারাম বলে দেবেন, অথবা কোনো নাজায়েয কাজকে জায়েয ফতওয়া দেবেন। এমনইভাবে ফতওয়া কোনো যুক্তিনির্ভর বিষয় অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ নয় যে, যুক্তি অনুযায়ী যা মনে হলো সেটাই ফতওয়া দেয়া হবে অথবা মন যেদিকে ঝুঁকে যায় সেদিকেই ফতওয়ার রোখ ঘুরে যাবে; বরং ফতওয়া হলো আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেসব শরয়ী বিধান প্রণয়ন করেছেন এর বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ফতওয়ার গুরুত্ব বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ফতওয়া প্রদানকারী হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পরিভাষা অনুযায়ী প্রকৃত মুফতী সাহেব হলেন, যিনি ফতওয়ার উসুলের আলোকে বিভিন্ন শাখাগত মাসআলা উদ্‌ঘাটনের যোগ্যতা রাখেন এবং প্রচুর জুযয়ী মাসআলা যার আয়ত্তে রয়েছে। নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে উসুল অনুযায়ী সেসব নব্য মাসআলার উত্তর দেয়ারও যোগ্যতা রাখেন। আর এই যোগ্যতা স্বাভাবিকভাবে শুধু ইফতা পড়লেই আসে না; বরং ইফতা পড়ার পরও একজন অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন ফিকহ-ফতওয়ার অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের পর এই যোগ্যতা ও রুচি ভেতরে আসে। এরপর কাজ করতে করতে এ যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। সে হিসেবে একজন দক্ষ মুফতী হতে হলে পর্যাপ্ত বয়স, ফতওয়ার রুচি, দীর্ঘ সোহবত সবকিছুই লাগে। এর আগ পর্যন্ত কাউকেই মুফতী

পাঠকদের শয়তানের ধোঁকা

বইপাঠ ইলম বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। যে যত পড়বে, তার ইলম তত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সব ধরনের বই পাঠে ইলম বাড়ে না, সব পাঠ উপকারীও নয়। একজন সচেতন পাঠক যদি এ ব্যাপারে সতর্ক না থাকেন, তাহলে দেখা যাবে, প্রচুর পড়াশোনা করার পরও উপকারের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাই বেশি।

একজন পাঠকের জন্য সবচেয়ে বড় ধোঁকা হলো, যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা না থাকার পরও সব বই দেদারসে পড়া এবং সব বইয়ের কথাকেই বিনা বাক্যে মেনে নেয়া। এর চেয়েও বড় মারাত্মক ধোঁকা হলো, দ্বীন ও আদর্শ-বিবর্জিত লেখকদের বই পড়ে তা গোগ্রাসে গিলে নেয়া এবং নিজেকে সে সমস্ত লেখার কাল্পনিক চরিত্রে ভাবতে শুরু করা।

এ যুগের পাঠকদের শয়তান ধোঁকা দেয় আরও সহজভাবে। চমকপ্রদ প্রচ্ছদ আর মনকাড়া নাম দেখে অনেকেই ধোঁকায় পড়ে যান। অথচ এ বই থেকে হয়তো তার নেয়ার মতো কিছুই নেই; বরং তার থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মতোই বহু উপাদান হয়তো বইটিতে রয়েছে।

সাহিত্য-চর্চার জন্য অনেকেই প্রেমময় উপন্যাস ও আদর্শ-বিবর্জিত বই পড়েন। তারা মনে করেন, সাহিত্য-চর্চার জন্য এ সকল বই পড়া আবশ্যক। অথচ একটা সময় পর্যন্ত এ ধরনের বই শুধু ক্ষতিকারকই নয়, বরং মারাত্মক পর্যায়ের ক্ষতিকারক। তাই বই পাঠের ক্ষেত্রে আহলে ইলম ও মুরুব্বির পরামর্শ গ্রহণ একান্ত জরুরি। আফসোসের কথা হলো, এসব বই পড়তে পড়তে মাদরাসা-পড়ুয়া কিছু ছাত্র-ছাত্রীর চিন্তা-চেতনায় মারাত্মক পরিবর্তন চলে এসেছে, এমনকি পথচ্যুতও হয়ে গেছে—এমন লোকদের তালিকাও একেবারে ছোট নয়। তারাও কিন্তু শয়তানের ধোঁকাতেই প্রথমে এসব বই পড়া শুরু করেছিল। এ জন্য একটা বিষয় মাথায় রাখা চাই, সাহিত্যিক হওয়ার চেয়ে নিজের দ্বীন-ধর্ম-পরিচয় ঠিক

যন্ত্রপাতি দ্বারা মায়ের পেটেই শিশুকে মেরে ফেলা হয়। এ দুই হত্যার মধ্যে বাহ্যত কোনো তফাত নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

'স্মরণ করো ওই দিনকে, যেদিন জীবন্ত সমাধিস্থ নিষ্পাপ বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধের কারণে হত্যা করা হয়েছে?' [১৭৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

'যে ব্যক্তি মানুষ-হত্যা কিংবা জমিনে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল। আর যে মানুষের প্রাণ বাঁচাল, সে যেন সমস্ত মানুষকে বাঁচাল।'[১৭৬]

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেকেই মনে করেন, আগত শিশুকে লালনপালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই ভয়ে ভ্রূণ মেরে ফেলেন। এ কাজটি নিতান্তই নিন্দনীয় ও বোকামি। কেননা, যিনি তার বান্দাকে এত যত্ন করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার রিজিকেরও ব্যবস্থা করবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

'অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোরো না। আমিই তাদের রিজিক দিই এবং তোমাদেরও দিই। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।'[১৭৭]

নবদম্পতিদের শয়তানের ধোঁকা

কোনো কোনো নবদম্পতি বাচ্চা নষ্ট করেন এ কারণে যে, নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা সামলাতে পারবে না। কয়েক বছর স্বামী-স্ত্রী

১৭৫. সূরা তাকভীর, (৮১) : ৮,৯
১৭৬. সূরা মায়িদাহ, (৫) : ২২
১৭৭. সূরা ইসরা, (১৭) : ৩১